কুষ্টিয়ায় অসামাজিক কার্যকলাপে জড়িত থাকার অভিযোগে নারীসহ আটক ৫

কুষ্টিয়া সদর উপজেলার হাটশ হরিপুর ইউনিয়নের বোয়ালদহ এলাকায় একটি কক্ষে অসামাজিক কার্যকলাপে লিপ্ত থাকার অভিযোগে এক যুবক ও চার নারীকে হাতেনাতে আটক করেছে এলাকাবাসী। পরে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাদের উদ্ধার করে থানা হেফাজতে নেয়।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, আটক ব্যক্তিরা হলেন—কুষ্টিয়া শহরের আমলাপাড়া এলাকার নিতাই অধিকারীর ছেলে প্রশান্ত অধিকারী মানব, বোয়ালদহ নতুনপাড়া এলাকার সাইদুর রহমানের মেয়ে শ্রাবণী আফরিন, শহরের মিললাইন এলাকার অজয় কুমার রায়ের মেয়ে অন্তি রানী রায়, টাঙ্গাইলের নাগরপুর উপজেলার বাগজান গ্রামের সিদ্দিকুর রহমানের মেয়ে সাথী খাতুন ওরফে সিমরান এবং কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার মশান গ্রামের রওশন উদ্দিনের মেয়ে রজনী খাতুন।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে কুষ্টিয়া সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জাকির হোসেন জানান, এ ঘটনায় গ্রেপ্তারকৃত পাঁচজনের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ২৯০ ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে তাদের আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

ঝিনাইদহে ৮ বছরের শিশুকে যৌনহয়রানির অভিযোগে মুদি দোকানি আটক

ঝিনাইদহ শহরের ভুটিয়ারগাতি এলাকায় ৮ বছরের কন্যা শিশুকে যৌন হয়রানির অভিযোগে লিটন বিশ্বাস (৫৫) নামের এক মুদি দোকানিকে আটক করেছে পুলিশ। আজ শুক্রবার দুপুরে ভুটিয়ারগাতি বিশ্বাসপাড়া এলাকা

থেকে আটক করা হয়।

স্থানীয়রা জানায়, দুপুরে ওই দোকানি ৮ বছরের এক শিশুকে চকলেট দেওয়ার লোভ দেখিয়ে যৌন হয়রানি করে। শিশুটি বিষয়টি বাড়িতে গিয়ে জানালে পরিবারের লোকজন ও স্থানীয়রা তাকে গণপিটুনি দেয়। পরে পুলিশে খবর দিয়ে পুলিশ তাকে আটক করে। এর আগেও লিটনের বিরুদ্ধে একই অভিযোগ ছিলো বলে জানিয়েছে স্থানীয়রা।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি আসাদউজ্জামান বলেন, শিশুটিকে যৌন হয়রানির অভিযোগ লিটন বিশ্বাসকে থানায় আনা হয়েছে। পরিবারের পক্ষ থেকে লিখিত অভিযোগ পেলে সে অনুযায়ী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আলমডাঙ্গায় প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগে বিক্ষোভ

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. এস.এম. মাহমুদুল হকের বিরুদ্ধে দায়িত্বে অবহেলা, অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগে বিক্ষোভ ও মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টার দিকে উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসের সামনে এই কর্মসূচি পালন করেন স্থানীয় কৃষক, খামারি, ব্যবসায়ী ও বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ।

বক্তারা অভিযোগ করেন, প্রাণিসম্পদ সেবায় ঘুষ বাণিজ্য, সরকারি প্রকল্পে অনিয়ম ও সাধারণ খামারিদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার এখন নিয়মে পরিণত হয়েছে। এসব কর্মকাণ্ডে সাধারণ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন বলে দাবি করেন তারা।

বক্তারা আরও বলেন, সরকার প্রাণিসম্পদ খাতে উন্নয়ন আনতে নানা উদ্যোগ নিয়েছে। কিন্তু কিছু কর্মকর্তার অনিয়ম, দায়িত্বহীনতা ও দুর্নীতির কারণে মাঠপর্যায়ের কৃষক-খামারিরা সেই সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। আলমডাঙ্গা উপজেলার প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা.

মাহমুদুল হক দায়িত্বে থেকে জনস্বার্থবিরোধী কর্মকাণ্ড চালাচ্ছেন।

বিক্ষোভকারীদের মাধ্যে জান্নাতুল নুপুর বলেন, প্রতি মাসে আমাদের নিয়ে সেমিনার করা হতো আগে। গবাদি পশু পালনে পরামর্শ, আর্থিক সহোযোগিতায় দেওয়া হতো আগে। কিন্তু বর্তমানে সকল কার্যক্রম বন্ধ রেখেছে। তাই সকল সেবামূলক কার্যক্রম চালু করতে আজকের বিক্ষোভে অংশ নিয়েছি। অনেকই আবার ক্ষোভ প্রকাশ করে

দ্রুত অভিযোগের সুষ্ঠু তদন্ত ও ডা. মাহমুদুল হকের অপসারণের দাবি জানান।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে ডা. এস.এম. মাহমুদুল হক সাংবাদিকদের বলেন, আমার বিরুদ্ধে করা অভিযোগগুলো সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। আমি দায়িত্বশীলভাবে আমার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছি। সম্প্রতি উপজেলার বিভিন্ন খামার, টিকাদান কার্যক্রম ও সরকারি প্রকল্পে অনিয়মের অভিযোগ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক আলোচনার সৃষ্টি করেছে।

কুষ্টিয়ায় ইজিবাইক চালককে হত্যার অভিযোগে একজনের ফাঁসি ও তিনজনের যাবজ্জীবন

কুষ্টিয়ায় ভাড়াকৃত ইজিবাইক চুরি করতে ব্যর্থ হওয়ায় মাসুদ রানাকে জবাই করে হত্যার অভিযোগে রাকিবুল ইসলাম রাকিবকে মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত ফাঁসির আদেশ ও শামীম, তন্ময় ও শিপলু নামের তিনজনকে যাবজ্জীবন কারাদন্ডের আদেশ দিয়েছেন আদালত।

একইসঙ্গে তাদের প্রত্যেকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও এক বছরের সশ্রম কারাদন্ডের আদেশ দেন আদালত।

বৃহস্পতিবার দুপুরে কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত দায়রা জজ প্রথম আদালতের বিচারক মোঃ তাজুল ইসলাম আসামীদের উপস্থিতিতে এই রায় ঘোষনা

করেন। রায় ঘোষনা শেষে কঠোর পাহাড়ায় তাদেরকে জেলা কারাগারে প্রেরণের আদেশ দেন।

মৃত্যু দন্ডপ্রাপ্ত আসামী হলেন কুষ্টিয়া জেলার উদিবাড়ী কলোনীপাড়ার রবিউল ইসলামের ছেলে রাকিবুল ইসলাম রাকিব। সাজাপ্রাপ্ত আসামী হলেন কুষ্টিয়া শহরের টালিপাড়া এলাকার ইউনুস আলীর ছেলে শামীম, উদিবাড়ী এলাকার মিজানুর রহমান মিলনের ছেলে তন্ময়, একই এলাকার কুটি মিয়ার ছেলে শিপলু।

মামলা সূত্রে জানা যায় ২০১৪ সালের ১০ জুলাইয়ে রাত ৮.৩০ মিনিটের সময় মজমপুর হতে ত্রিমোহনী যাওয়ার উদ্দেশ্যে সাজা প্রাপ্ত আসামীরা মাসুদ রানার ব্লু কালারের অটো বাইকটি ভাড়া করেন। ভাড়া করার পর বাড়াদী গ্রামস্থ ভাগারের মাঠে নিয়ে যায় এবং সাজাপ্রাপ্ত আসামীরা পরিকল্পিতভাবে ইজিবাইকটি ছিনতাইয়ের চেষ্টা করলে ইজিবাইক চালক মাসুদ রানা বাঁধা দিলে তার গলায় রশি দিয়ে পেচিয়ে ধরে ধারালো চাকু দিয়ে মাসুদ রানাকে জবাই করে আসামীরা।

তার মারা যাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে আসামীরা মাসুদের ইজিবাইকটি নিয়ে পালিয়ে যায়। এ বিষয়ে কুষ্টিয়া মডেল থানায় নিহতের চাচা ইয়ার আলী বাদী হয়ে অজ্ঞাত ব্যক্তিদের নামে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন।

মামলার তদন্ত শেষে ২০১৫ সালের ৩০ নভেম্বরের আসামীদের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন তদন্তকারী কর্মকর্তা।

সাক্ষ্য-প্রমাণ শেষে হত্যা মামলা আইনের অধীনে অপরাধ প্রমাণিত হওয়ায় আজ একজনের ফাঁসি ও তিনজনের যাবজ্জীবন কারাদন্ড দিয়েছেন আদালত।